গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিলালয়
চিশিজ-২ শাখা
www.mohfw.gov.bd

নং-স্বাপকম/চিশি-২/বিএমডিসি-বিবিধ/৪০/২০১১/৫৮ তারিখ ঃ ০২-২-২০১৫ খ্রিঃ

বিষয়ঃ প্রস্তাবিত বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (সংশোধন) আইন-২০১৫ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (সংশোধনী) আইন-২০১৫ এর খসড়া মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের নিমিত্ত প্রস্তাবিত সংশোধনীর এক প্রস্থ নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২/২/২০১৫

(মাহফুজা আকতার)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন ঃ ৯৫৪০৬৯০

সিস্টেম এনালিস্ট
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

অনুলিপিঃ

১। সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল, ২০৩, শহীদ সৈয়দ নজুরল ইসলাম সরণী, (৮৬ বিজয় নগর), ঢাকা-১০০০।
২। অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

খসড়া

২০১৫সনের --- নং আইন

বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন ।

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরনকল্পে বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০ (২০১০ সনের ৬১নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয় :

সেহেতু' এতদদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তণ।** - (১) এই আইন বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (সংশোধন) আইন, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে ।

২। **২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধনঃ** উক্ত আইনের উপধারা (২৪) এর পরে উপধারা (২৫) হিসাবে সংযোজিত হইবে –

'' ৫(২৫) রোগীর স্বাস্থ্য এবং অধিকারের সুরক্ষা এবং সেই লক্ষ্যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা।''-

উপরোক্ত উপধারা (২৫) এর পর উপধারা (২৬) হিসাবে সংযোজিত হইবে –

'' ৫(২৬) স্বীকৃত কোন স্নাতকোত্তর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বা প্রশিক্ষণ এর নিবন্ধন ও রেজিস্টার প্রণয়ন, প্রকাশ ও সংরক্ষণ।''-

৩। **২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধনঃ** উক্ত আইনের ৯(২) উপধারা নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে-

''৯ (২) কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কোষাধ্যক্ষ এবং কাউন্সিল কর্তৃক নির্বাচিত উহার ০৬ (ছয়) জন সদস্য সহ মোট ০৯ (নয়) জন সদস্য সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হইবে।''

৪। **২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধনঃ** উক্ত আইনের ধারা ১০ এর ১ উপধারা নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হইবে-

" ১০ (১) কাউন্সিল, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উহার সদস্যদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য সাধারণ ও বিশেষ কমিটি গঠন করিতে পারিবে। তবে শৃংখলা কমিটির ক্ষেত্রে কাউন্সিলের বাহিরে সুপ্রিম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এবং আইন ও বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিবের নিম্নে নহে এরূপ একজন ব্যক্তিকে কমিটির সদস্য হিসাবে নিয়োগ দেয়া যাইবে।"

উপধারা (২) এর পরে উপধারা (৩) হিসাবে সংযোজিত হইবে-

''১০(৩) শৃংখলা কমিটি-নিবন্ধনপ্রার্থী বা নিবন্ধনকৃত কোন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে পেশাগত ক্ষেত্রে অসদাচরণ এবং আচরণবিধি লংঘন, মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যহীনতা,মাদকাসক্ত ও চারিত্রিক দোষত্রুটি বা অন্য কোন কারণে চিকিৎসা কার্য পরিচালনায় অনুপযুক্ত বলিয়া কোন অভিযোগ, প্রতিবেদন বা তথ্য কাউন্সিলের অফিসে পাওয়া গেলে শৃংখলা কমিটি উক্ত চিকিৎসকের ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবসহা গ্রহনের জন্য কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ পেশ করিতে পারিবেন।''

উপধারা (৩) এর পরে উপধারা (৪) হিসাবে সংযোজিত হইবে-

''১০(৪) বিশেষজ্ঞ স্বীকৃতি কমিটি - কোন বিশেষজ্ঞ ডিগ্রী/ডিপ্লোমা বা প্রশিক্ষন এর স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কাউন্সিল একটি বিশেষজ্ঞ স্বীকৃতি কমিটি গঠন করিতে পারিবে।''

৫। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ১২ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ১২ এর উপধারা (১) এর শেষে নিম্ন বর্ণিত বাক্যটি সংযোজিত হইবে-

'' তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে অবস্থিত স্নাতক পর্যায়ে ডিগ্রীদানকারী কোন মেডিকেল কলেজ/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হইতে হইবে।''

৬। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (১) এর শেষে নিম্ন বর্ণিত বাক্যটি সংযোজিত হইবে-

''তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে অবস্থিত স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন মেডিকেল কলেজ/ প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হইতে হইবে।''

৭। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপধারা (১) এর শেষে নিম্ন বর্ণিত বাক্যটি সংযোজিত হইবে-

''তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশে অবস্থিত স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ডিগ্রী/ডিপ্লোমা প্রদানকারী কোন ডেন্টাল কলেজ/প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভূক্ত হইতে হইবে।''

৮। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ২৮ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর উপধারা (৩) এর পরে উপধারা (৪) হিসাবে সংযোজিত হইবে-

''২৮(৪) প্রত্যেক নিবন্ধিত চিকিৎসক/দন্তচিকিৎসক এর প্রেসক্রিপশান প্যাড, ভিজিটিং কার্ড এবং সাইনবোর্ডে আবশ্যিকভাবে তাহার কাউন্সিল এর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে। ''

৯। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপধারা (২) এর পরে উপধারা (৩) হিসাবে সংযোজিত হইবে-

''আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সহায়তা গ্রহণ : এই আইনের কোন ক্ষমতা প্রয়োগ বা কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবার জন্য কাউন্সিল বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অন্য কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং এইরূপ অনুরোধ করা হইলে উক্ত সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ সহায়তা প্রদান করিবেন। ''

১০। ২০১০ সনের ৬১নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধনঃ উক্ত আইনের ধারা ৩৭ এর উপধারা (২) এর দফা (জ) এর পর দফা (ঝ) হিসাবে সংযোজিত হইবে-

''৩৭ (২) (ঝ) স্বীকৃত মেডিকেল চিকিৎসক ও স্বীকৃত ডেন্টাল চিকিৎসকদের জন্য অনুসরনীয় পেশাগত আচরণ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়াদি।''